374139 - নামাযরে তাকবীররে মধ্যে "আল্লাহু আকবার কাবরিা" কংিবা "আল্লাহু আকবার আল-আযমি" বলে বাড়ানোর হুকুম?

প্রশ্ন

নামাযে এক রুকন থকেে অপর রুকনে স্থানান্তররে তাকবীররে মধ্যে আল্লাহর কোন একটি সুন্দর নাম বা গুণ যুক্ত করে বাড়ানো কি জায়যে? যমেন এভাবে বলা: 'আল্লাহু আকবার আল-আযমি' কংিবা 'আল্লাহু আকবার আল-মু'তি'?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

তাকবীররে মধ্যে বাড়ানো নাজায়যে। যে ব্যক্তি বাড়য়িছে তনিি নতুন কছিু করলনে এবং বদিাতে লপ্তি হলনে; তবে তার নামায শুদ্ধ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে মুতাওয়াতরি সুন্নাহর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, তনিি তাহরমিার জন্য ও স্থানান্তররে জন্য তাকবীর দতিনে এই বলে: 'আল্লাহু আকবার'। এর উপরে কোন কছিু বাড়ানো যমেন: 'আল্লাহু আকবার কাবরিা' বলা কংিবা 'আল্লাহু আকবার আল-আযমি' কংিবা 'আল-মু'তি' বলা— বদিাত; প্রত্যাখ্যাত। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি আমাদরে শরয়িতে এমন কছিু চালু করবে যা তাতে নইে সটেি প্রত্যাখ্যাত"।[সহহি বুখারী (২৬৯৭) ও সহহি মুসলমি (১৭১৮)]

তনিি আরও বলনে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যা আমাদরে শরয়িতে নইে সটেি প্রত্যাখ্যাত"।[সহহি মুসলমি (১৭১৮)]

তনিি আরও বলনে: "তোমাদরে মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পর বাঁচবে অচরিইে সে অনকে মতভদে দখেব। তোমাদরে উপর আবশ্যক আমার সুন্নাহ্ ও সুপথপ্রাপ্ত খলফিাদরে সুন্নাহ্-র অনুসরণ করা। এগুলোকে তোমরা আঁকড়ে ধর, দাঁত দয়িে (শক্তভাবে) আঁকড়ে ধর। আর নতুন বষিয়াবলী থকেে বঁচেে থাক। কারণ প্রতটিি নতুন বষিয় বদিাত এবং প্রতটিি বদিাতই ভ্রষ্টতা।"[সুনানে আবু দাউদ (৪৬০৭), সুনানে তরিমযিি (২৬৭৬) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৪২)]

বদিাত হারাম। বদিাতকারী গুনাতে লপ্তি। কন্তিু এটি করলওে তার নামায শুদ্ধ হব; যমেনটি আলমেগণ উল্লখে করছেনে।

নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (২/২৯২) বলেন: “আর যদি তাকবীর দেয় এবং এর সাথে এমন কিছু বাড়ায় যা তাকবীরকে পরিবর্তন করে দেয় না; যেমন বলল: ‘আল্লাহু আকবার ওয়া আজাল্ল’, ‘আল্লাহু আকবার কাবিরা’, ‘আল্লাহু আকবার মিন কুল্লি শাঈ’; তাহলে সেটা আদায় হয়ে যাবে। এতে মতভেদ নাই। যেহেতু সে তাকবীর উচ্চারণ করছে এবং যা বৃদ্ধি করছে সেটা তাকবীরকে পরিবর্তন করে দেয় না।”[সমাপ্ত]

আল-বুহুতি (রহঃ) ‘কাশ্শাফুল ক্বিনা’ গ্রন্থে (১/৩৩০) বলেন: “যদি তাকবীরে কিছু বৃদ্ধি করে; যেমন বলে: ‘আল্লাহু আকবার কাবিরা’ কিংবা ‘আল্লাহু আকবার ওয়া আ’জাম’ কিংবা ‘আল্লাহু আকবার ওয়া আজাল্ল’ কিংবা অনুরূপ কোন কথা; তাহলে সেটা মাকরুহ। কেননা সেটি নব উদ্ভাবিত।”[সমাপ্ত]

সারাংশ:

তাকবীরের মধ্যে বাড়ানো নাজায়েয। যে ব্যক্তি এমন কিছু করল সে নতুন কিছু করল, বিদাত করল। কিন্তু তার নামায সহিহ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।